যুগান্তর

5 FEB 20 3

খোলাবাজারে বিনামূল্যের বই

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই খোলাবাজারে অবাধে বিক্রয় হইতেছে। বিনামূল্যের বই খোলাবাজারে কিংবা স্থানীয় মুদি দোকানে কি করিয়া গেল তাহা অবশ্যই এক রহস্য। সহযোগী পত্রিকা খবর ছাপাইয়াছে যে, মিরপুরের যে মুদি দোকানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তক বিক্রয় হইতেছে উহা সংগৃহীত হইয়াছে এখানকারই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট হইতে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বাংলাবাজার হইতে এই বইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। দেশের কিন্ডারগার্টেন ও এনজিওগুলির বিদ্যালয়ের জন্য আজও পর্যন্ত বিনামূল্যের বই মুদ্রিত ও সরবরাহ হয় নাই বলিয়া তাহাদের চাহিদা পূরণ হইতেছে চোরাই বই দিয়া। প্রশ্ন হইতেছে, বিনামূল্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই কিভাবে খোলাবাজারে গেল। কাহারা ইহার জন্য দায়ী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্টগণ শিশুদের হাতে নূতন বই তুলিয়া না দিয়া গত বৎসরের পুরাতন বই গছাইয়া দিয়াছে, আর নূতন বই দিয়াছে কালোবাজারে। কয়েকজন বই বিক্রেতা জানাইয়াছেন, তাহারা ঢাকার বাংলাবাজার হইতে এই সকল পুস্তক আনিয়াছেন। অর্থাৎ দুই দিক হইতে বিনামূল্যের প্রাথমিক পুস্তক খোলাবাজারে আসিয়াছে। দুইটি পথই অবৈধ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। যাহারা বোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশ ও মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করিয়াছে, বাংলাবাজারের সেই সকল প্রকাশকই যে অবৈধ পন্থা লইয়া খোলাবাজারে বই বিক্রয় করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। চলতি বৎসর জানুয়ারি মাসেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। সেই বইই যে দুর্নীতিপরায়ণরা খোলাবাজারে ছাড়িয়াছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু সরকারি তরফের দায়িত্ববানরা কেন এই অপকর্ম রোধ করিতে পারে না– উহা একটি বড় প্রশ্ন। আমাদের সরকারি দফতরে দুর্নীতি বেশ জাঁকাইয়াই বসিয়াছে, উহার শিকড় উৎপাটন সহজসাধ্য নয়। সরকার এই দুর্নীতির মূলোৎপাটনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও কার্যকরভাবে সেই সকল ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ লওয়া হয় না। সর্বসাধারণ দুইটি ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ প্রত্যাশা করে। একটি সরকারি অফিসের নীতিপরায়ণতা এবং কর্মের গতিশীলতা। এই দুইটি ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। মূলত সরকারি কর্মধারা গতিহীন এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার নিগড়ে বন্দি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই মুদ্রণ লইয়া বিগত সরকারের আমলের দুর্নীতি ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার বৎসরের প্রথমেই বই সরবরাহ করিয়া প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। সেই সাফল্যের সূত্র ধরিয়া আমরা আশা করি যে, সরকার খোলাবাজারে বিনামূল্যের বই বিক্রয়ের জন্য দায়ী বা জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা লইবে। ইহা ছাড়া এই দুর্নীতির শিকড় উৎপাটন সম্ভব হইবে না। ইহার সহিত অবশ্যই কিন্ডারগার্টেন ও এনজিও বিদ্যালয়ের বই যেন যথাসময়ে মুদ্রিত ও সরবরাহ করা হয়, সেই ব্যবস্থাও নিশ্চিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই খোলাবাজারে চোরাই পথে যাইবেই– রোধ করা যাইবে না। বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করিয়া কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ লইলে বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষার পথটি মসৃণতর হইবে।